সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি

(পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি)

গঠনতন্ত্র

গণতন্ত্র সমানাধিকার নারীমুক্তি

[১২-১৫ আগস্ট, ২০০০ বর্ধমানে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির
২২তম রাজ্য সম্মেলনে সংশোধিত ও গৃহীত]

২রা সেপ্টেম্বর ২০১৩ সালে কলকাতার শ্রমিক ভবনে রাজ্য কাউন্সিলে গৃহীত।

ভূমিকা

১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ফ্যাসিস্ট জাপানী বিমান আক্রমণ শুরু হয়। রেঙ্গুনের প্রচণ্ড বিমান আক্রমণের পরেই বোমা পড়তে শুরু করলো মাদ্রাসে, সিংহলে, চট্টগ্রামে ও কলকাতায়। সারা বাংলায় তখন ব্যাপক ফ্যাসি-বিরোধী দেশরক্ষা ও আত্মরক্ষার সংগ্রাম শুরু হয়। বিদেশী আক্রমণের হাত থেকে দেশ ও সমাজ জীবনকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে ১৯৪২ সালে কলকাতায় উইমেন্স সেলফ্ ডিফেন্স কমিটি বা মহিলা আত্মরক্ষা কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির আহ্বানে ১৯৪৩ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত একটি মহিলা সম্মেলনে একটি প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতি নিখিলবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি বা বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এই উভয় নামেই চলে আসে। ১৯৪৪ সালের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের পর সমিতির প্রথম গঠনতন্ত্র রচিত হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সমিতির নাম দেওয়া হয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের ফলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। তারপর এই সমিতির নাম হলো ঃ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি।

১৯৫৯ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সমিতির নবম সম্মেলনের প্রস্তাবে বলা হয় ঃ "যে যুদ্ধের পটভূমিকায় এই সমিতির নাম 'আত্মরক্ষা সমিতি' হইয়াছিল, সেই পটভূমিকা এখন সরিয়া গিয়াছে। এ জন্য মহিলা সমিতির পূর্বে 'আত্মরক্ষা' শব্দটির আর প্রয়োজন নাই, অতঃপর এই সমিতির নাম হউক 'পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি'।"

তারপর দীর্ঘ দশ বৎসর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি নামেই এই সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কিন্তু ১৯৭০ সালে সমিতির ত্রয়োদশ সম্মেলনের পূর্বে সমিতির উপর আবার একটি আঘাত নেমে এলো। সংশোধনবাদী মতাবলম্বী একটি অংশ সংগঠনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে পৃথক সম্মেলন ও সংগঠন করলেন। এখন তাঁদের ওই সমিতির নাম পশ্চিমবঙ্গ সমিতি রয়ে গেছে। দুইটি সমিতির একই নাম থাকলে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। আর

নামটি বড় কথা নয়, সমিতির ধারাবাহিক সংগ্রামী কাজের ঐতিহ্য রক্ষা করে আমাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়াই বড় কথা। তাই ব্যাপক নারী সমাজের মধ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, সংগঠন ও আদর্শের উপযোগী মনে করে ১৯৭০ সালে ত্রয়োদশ সম্মেলনের পর ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে সমিতির নতুন গঠনতন্ত্র গ্রহণ করা হয় এবং এই সমিতির নাম 'পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি' করা হয়।

১৯৮১ সালের মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠিত হলো 'সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি'। এই সমিতি আমাদের রাজ্য সমিতির মতো একই আদর্শ 'গণতন্ত্র সমানাধিকার নারীমুক্তি' ঘোষণা করল।

স্বাধীনতার পর এতদিনেও নারীদের অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি কিছু হয়নি। যদিও ভারতীয় নারীদের একটি অংশ অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করেছেন তবু আজও তাঁদের অধিকাংশই স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবিকা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছেন। ভারতীয় সংবিধানে নারীদের অধিকারের অনেক ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু সে সবই আনুষ্ঠানিক অধিকারেই পর্যবসিত হয়েছে। ভারতীয় নারীদের বৃহৎ অংশ আজও আর্থিকভাবে পরনির্ভর, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ, কাজেই তারা এসব আনুষ্ঠানিক অধিকারের কোনও ব্যবহারই করতে পারে না আর কেন্দ্রীয় সরকার এই সব অধিকার নারীর জীবনে অর্থবহ করে তোলার কোনও প্রচেষ্টাই করেনি।

নারীদের উপর লাঞ্ছনা, সামাজিক অবিচার, ধর্ষণ, পণের কারণে বধূহত্যা, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ—সবই বর্তমান সমাজে চলছে। বিশেষ করে নিদারুণ দারিদ্র ও দুর্দশার দরুন এক বিরাট সংখ্যক নারী পতিতাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হচ্ছেন। এভাবেই নারীত্বের চরম অবমাননার অবস্থায় চলে যাচ্ছেন তাঁরা।

নারীদের উপর অত্যাচার ভারতীয় জনগণের উপর শোষণ-নির্যাতনেরই একটা অংশ। কাজেই নারীমুক্তির সংগ্রাম, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত এবং সমাজের অন্যান্য অত্যাচারিত অংশের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই মুক্তি সংগ্রাম হচ্ছে দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর এক মৌলিক পরিবর্তনের জন্য।

সমাজের সর্বস্তর থেকে আগত ভারতীয় নারীগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের এবং সামাজিক অত্যাচারে বিরুদ্ধে সংগ্রামের মর্যাদাপূর্ণ ঐতিহ্য

রয়েছে। নবগঠিত সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি ঐসব সংগ্রামের শহীদদের মহান ঐতিহ্য আরও আগে বাড়িয়ে নিয়ে যাবার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে—সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে এমন একটি সামাজিক অবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যেখানে সবার জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার থাকবে এবং নারীদের বিরুদ্ধে কোনও লিঙ্গ বৈষম্য বা অত্যাচার শোষণ থাকবে না।

সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির জন্মলগ্ন থেকেই পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি ঐ সমিতির একটি শাখা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। (পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ২০০০ সালে বর্ধমানে ২২তম রাজ্য সম্মেলনে সংশোধিত ও গৃহীত) সর্বভারতীয় স্তরে সংগঠন গড়ে ওঠার পর পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি নামটি রাখার আর সাংগঠনিক প্রয়োজনীয়তা নেই। ২৩টি রাজ্যেই সংগঠন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য শাখা নামে পরিচিত হবে। আমাদের রাজ্যে এই সংগঠনের নাম হবে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি।

১) নাম

এই সংগঠনের নাম হবে—সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি।

এই সমিতি সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির লক্ষ্য, নিয়ম ও শৃঙ্খলা অনুসারে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে মহিলা সংগঠন ও আন্দোলন পরিচালনা করবে।

২) পতাকা

এই সমিতির পতাকা সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পতাকা অনুসারে হবে। সমিতির পতাকার পরিধি হবে দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড়গুণ। লাল বর্ডারযুক্ত সাদা কাপড়ে দক্ষিণ দিকে উপরে একটি লাল পঞ্চমুখী তারা, মাঝখানে সংগ্রামী নারীমূর্তি, নিচে লেখা থাকবে গণতন্ত্র সমানাধিকার নারীমুক্তি।

৩) ফেস্টুন

মেরুন রঙ-এর কাপড়ের উপরে সাদা অক্ষরে সমিতির নাম লেখা থাকবে।

৪) লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

১) সাধারণভাবে মহিলাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত এবং মানসিক উন্নয়ন সংঘটিত করা যাতে তাঁরা সমাজের সব ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল এবং গণতন্ত্র প্রিয় নাগরিক হিসাবে নেতৃত্ব দিতে পারেন।

২) মহিলাদের সমস্ত ধরনের আইনী এবং সংবিধানগত অধিকার অর্জনের জন্য এবং প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করা এবং সামাজিক অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক সব ক্ষেত্রে সমানাধিকারের লক্ষ্যে আন্দোলন সংগঠিত করা।

৩) সমস্ত রকম সামাজিক এবং সামন্ততান্ত্রিক প্রথা যেমন পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়াই করা।

৪) বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছিন্ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে স্বাধীনতা, সমানাধিকারের জন্য লড়াই করা এবং একবিবাহের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে লড়াই করা।

৫) জাতপাত, অস্পৃশ্যতা, ধর্মীয় কুসংস্কার, অজ্ঞানতা থেকে মুক্তির জন্য লড়াই করা এবং মহিলাদের মধ্যে গণতন্ত্র, ধর্মীয় সহনশীলতা এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করা।

৬) নিরাপত্তার অধিকারের জন্য শ্রমিক, কৃষক এবং সব অংশের শ্রমজীবী মহিলাদের শ্রমের সুস্থ পরিবেশের জন্য লড়াই করা।

৭) বিভিন্ন ভাবে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া মানসিকতা যা মহিলাদের শুধুমাত্র যৌনপণ্য হিসাবে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং এই ধরনের মানসিকতা থেকে সংস্কৃতিকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে লড়াই করা।

৮) সমস্ত শিশুর সুরক্ষা এবং সকলের জন্য উন্নয়নের সুযোগ উন্মুক্ত করার জন্য আন্দোলন করা।

৯) যে যে মহিলা সংগঠনগুলি সামাজিক অন্যায়, সমানাধিকার এবং মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধিকারের জন্য লড়াই করে, তাদের সঙ্গে সংহতিপূর্ণ আন্দোলন এবং সীমিত ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগঠিত করা।

১০) শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব এবং সমাজের অন্য অংশ যাঁরা তাঁদের অধিকারের জন্য লড়াই করছে, তাদের সঙ্গে সংহতিপূর্ণ আন্দোলন করা।

১১) সারা পৃথিবীতে যে সব মানুষ বিশেষ করে মহিলারা যারা সব ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে, বিশ্বশান্তির পক্ষে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করছেন, তাঁদের সঙ্গে সংহতি স্থাপন করা।

১২) যে যে সংগঠন মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করে এবং শ্রমের উন্নত পরিবেশের জন্য লড়াই করে, তাদের সঙ্গে একযোগে আন্দোলন করা।

১৩) জাতীয় সংহতির জন্য এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য লড়াই করা এবং সব অংশের মহিলাদের সাম্প্রদায়িকতা, ভাষা, অঞ্চলের ভিত্তিতে বিচ্ছিন্নতা এবং প্রতিক্রিয়াশীল সব ধরনের প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগঠিত করা।

১৪) বাক্ স্বাধীনতা, প্রকাশনার স্বাধীনতা, সংগঠন করার স্বাধীনতা, ধর্মঘট করার স্বাধীনতা সহ সব ধরনের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা, বর্ধন এবং প্রচারের জন্য লড়াই করা।

১৫) দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

৫) কর্মসূচী

উল্লিখিত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবায়িত করতে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি মহিলাদের সংগঠিত করবে এবং নিরবিচ্ছিন্ন প্রচার এবং আন্দোলনে সামিল হবে।

১) সামাজিক কুব্যবস্থা যেমন পণপ্রথা, বধূনির্যাতন, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করা, এই সংক্রান্ত আইনের উন্নতিসাধন করা এবং যে যে শক্তিগুলি এর আইনি সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে তার বিরোধিতা করা।

২) বিবাহের ক্ষেত্রে নিজস্ব মতের স্বাধীনতা, বিবাহ-বিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্রে সমানাধিকার, মহিলাদের সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকারের সমানাধিকার। কৃষক মহিলাদের জমি চাষের সমানাধিকারের জন্য প্রচার আন্দোলন করা।

৩) মহিলাদের প্রতি ক্রমবর্ধমান হিংসার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা এবং নারীত্বের সম্মান রক্ষার্থে লড়াই আন্দোলনে মহিলাদের সংগঠিত করা।

৪) শ্রমজীবী মহিলাদের সুরক্ষার স্বার্থে আইনী ব্যবস্থা কার্যকরী করা এবং এই সংক্রান্ত আইনের উন্নতিসাধন করে শ্রমজীবী মহিলাদের সমান কাজে সমান মজুরি, কাজের নিরাপত্তা, সুস্থ শ্রমের পরিবেশ, চার মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি, ক্রেশ ব্যবস্থার প্রচলন এবং স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে আন্দোলন করা।

৫) বেকারির বিরুদ্ধে বেকার ভাতার স্বপক্ষে আন্দোলন সংগঠিত করা এবং এই ধরনের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা, বিশেষ করে মহিলাদের এবং কৃষিজীবী মহিলাদের জন্য আরো বেশি কর্মসংস্থানের দাবিতে লড়াই করা এবং প্রতিনিয়ত বেশি বেশি করে মহিলাদের ঘরোয়া চৌহদ্দির মধ্য থেকে বার করে এনে সামাজিকভাবে উৎপাদনশীল শ্রমে রূপান্তরিত করার জন্য আন্দোলন করা।

৬) প্রতিটি রাজ্যে কমপক্ষে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সার্বজনীন এবং অবৈতনিক শিক্ষার দাবিতে আন্দোলনের সূচনা করা এবং অংশগ্রহণ করা। বিশেষ করে এক্ষেত্রে শিশু কন্যারা যাতে স্কুলছুট না হয়ে যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গ্রামে এবং শহরে কর্মমুখী (ভোকেশনাল) এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষার সুযোগ সর্বস্তরের মহিলাদের জন্য চালু করার দাবিতে, বয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রেও কর্মমুখী শিক্ষা চালু করার জন্য আন্দোলন করতে হবে।

৭) মহিলাদের সাক্ষর করার উদ্দেশ্যে এবং সাধারণভাবে চেতনার বিকাশ ঘটাতে স্কুল এবং শিক্ষা শিবির করতে হবে।

৮) কুসংস্কার ও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি বর্জনের উদ্দেশ্যে প্রচার সংগঠিত করা।

৯) মহিলাদের চিন্তার পরিসর ও চেতনা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক বিষয়ের উপর আলোচনা, আলোচনাসভা এবং পাঠচক্র (স্টাডি সার্কল) সংগঠিত করতে হবে।

১০) শহরে এবং বিশেষ করে গ্রামে ব্যাপকভাবে মাতৃত্বকালীন হোম এবং শিশু রক্ষণাগার গড়ে তোলার জন্য এবং প্রসূতিকে মা ও শিশুর বিষয়ে অবগত করার জন্য ডিগ্রীপ্রাপ্ত ডাক্তারের দ্বারা ট্রেনিং সংগঠিত করা।

১১) বিবিধ কারণে ঘরছাড়া মহিলাদের এবং স্বামী পরিত্যক্তা ডির্ভোসের মামলা চলাকালীন তাদের জন্য বাসস্থান এবং রিলিফের

ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে, মহিলাদের পাচার রুখতে উপযুক্ত ব্যবস্থার দাবিতে, যৌনকর্মী মহিলাদের ওপর শোষণ রুখতে আরো বেশি বেশি করে কর্মসংস্থানের দাবিতে এবং সমাজে তাদের সসম্মানে ফিরিয়ে আনার দাবিতে আন্দোলন করতে হবে।

১২) মহিলাদের মানসিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ক্লাব, গ্রন্থাগার এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করতে হবে এবং মহিলাদের জন্য বিভিন্নপ্রকার কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

১৩) মহিলা এবং কন্যাশিশুদের শারীরিক উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠান গঠন করতে হবে।

১৪) প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মহামারী ইত্যাদি ক্ষেত্রে ত্রাণ এবং পুনর্বাসনের কাজে অংশ গ্রহণ করতে হবে এবং এই সমাজ কল্যাণকারী সংগঠনগুলির সঙ্গে একযোগে কাজ করতে হবে।

১৫) সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কাজে বাধার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে হবে। মৌলিক ভূমি সংস্কার এবং বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির রাষ্ট্রীয়করণের দাবিতে আন্দোলন করতে হবে।

১৬) শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-যুব এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সংহতিপূর্ণ প্রচার এবং কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

১৭) স্বৈরতন্ত্র, মৌলবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং অন্যান্য বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয় সংহতির পক্ষে মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল করতে হবে।

১৮) সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে কাজ করতে হবে।

১৯) ধারাবাহিক কর্মসূচীর সাহায্যে মহিলাদের বিপুল অংশকে গণতন্ত্র সমানাধিকার ও নারীমুক্তির আদর্শে সংগঠিত করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সাফল্যগুলি বিশেষ করে মহিলাদের অবস্থানের ক্ষেত্রে সাফল্য প্রচার করতে হবে যাতে তা মহিলাদের উদ্দীপনা বাড়াতে সাহায্য করে।

২০) দেশে অন্যান্য মহিলা সংগঠনগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সাধারণ দাবির ভিত্তিতে ব্যাপক এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে হবে।

২১) অন্যান্য দেশের মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তাঁদের মুক্তি এবং স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাতে হবে।

এ ছাড়াও বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, বর্ণবৈষম্যবাদ বিরোধী এবং জাতিমুক্তির আন্দোলনের সঙ্গেও সংহতি স্থাপন করতে হবে।

২২) সংগঠনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য প্রচারে পত্র-পত্রিকা, লিফলেট, প্যামপ্লেট এবং বুলেটিন প্রকাশ করতে হবে।

৬) ১) সভ্যপদ ও সভ্যপদের অধিকার

ক) পনেরো বৎসর বা তার চেয়ে বেশি বয়সের যে কোন নারী, সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির গঠনতন্ত্র, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম মেনে নিয়ে বার্ষিক দুই টাকা চাঁদা দিয়ে সভ্য হতে পারবেন।

খ) সভ্যপদের মেয়াদ প্রতি বৎসর ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

(গ) নিজ ইউনিট ও উচ্চতর যে কোনো কমিটির কাছে বক্তব্য উপস্থিত করার অধিকার প্রত্যেক সভ্যের থাকবে।

(ঘ) সভ্যদের পদত্যাগের অধিকার থাকবে।

৭) সংগঠনের গঠন ও কাঠামো

১। (ক) রাজ্য সম্মেলন
(খ) রাজ্য কার্যকরী কমিটি
(গ) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী

২। (ক) জেলা সম্মেলন
(খ) জেলা কার্যকরী কমিটি
(গ) জেলা সম্পাদকমণ্ডলী

৩। (ক) জোনাল সম্মেলন
(খ) জোনাল কমিটি

৪। (ক) আঞ্চলিক সম্মেলন—সাধারণভাবে মিউনিসিপ্যালিটি / পৌরসভা / ওয়ার্ড / পঞ্চায়েত সমিতি / গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক।

(খ) আঞ্চলিক কমিটি।

৫) প্রস্তুতি কমিটি ঃ নতুন প্রাথমিক কমিটি এবং আঞ্চলিক কমিটি গঠনের পূর্বে প্রস্তুতি কমিটি গঠন করতে হবে কনভেনশনের মাধ্যমে।

৮) রাজ্য সম্মেলন

১) রাজ্য সম্মেলন সমিতির সর্বোচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট হবে। প্রতি তিন বৎসরে একবার রাজ্য সম্মেলন করতে হবে।

২) রাজ্য কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক প্রতিনিধি জেলা সম্মেলন থেকে নির্বাচিত হয়ে রাজ্য সম্মেলনে যোগ দেবে।

রাজ্য সম্মেলনের প্রতিনিধি সংখ্যা কার্যকরী কমিটি স্থির করবে। রাজ্য কার্যকরী কমিটির সদস্যাগণ পদাধিকার বলে রাজ্য সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিতে পারবে।

৩) সম্মেলনের কার্যপরিচালনার জন্য একটি পরিচালন (স্টিয়ারিং) কমিটি ও সভানেত্রীমণ্ডলী সম্মেলন পরিচালনা করবে।

৪) রাজ্য সম্মেলন সমিতির দুইটি সম্মেলনের মধ্যবর্তী কাজের পর্যালোচনা করবে ও ভবিষ্যতের কর্মসূচী স্থির করবে।

৫) সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাবে সম্মেলনে পেশ করতে হবে।

৬) সম্মেলন সমিতির গঠনতন্ত্র রচনা, সংশোধন ও পরিবর্তন করতে পারবে।

৭) রাজ্য সম্মেলন জেলার প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে কত জন সদস্যা বিশিষ্ট রাজ্য কমিটি হবে তা স্থির করবে।

৯) রাজ্য কার্যকরী কমিটি

১) দুইটি সম্মেলনের অন্তর্বর্তীকালে রাজ্য কমিটি সর্বোচ্চ ক্ষমতা অধিকারী।

২) রাজ্য কার্যকরী কমিটির কার্যকাল এক সম্মেলন থেকে পরবর্তী সম্মেলন পর্যন্ত হবে।

৩) রাজ্য কার্যকরী কমিটি সভ্যাদের মধ্য থেকে একজন সভানেত্রী, প্রয়োজনবোধে একজন কার্যকরী সভানেত্রী, অনধিক পাঁচজন সহ-সভানেত্রী, একজন সাধারণ সম্পাদিকা, তিনজন সহ সম্পাদিকা, একজন কোষাধ্যক্ষা নির্বাচিত করবে এবং পদাধিকারীগণ-সহ একটি রাজ্য সম্পাদিকামণ্ডলী নির্বাচিত করবে।

৪) বৎসরে ন্যূনতম তিনটি কার্যকরী কমিটির সভা ডাকতে হবে। সভার বিজ্ঞপ্তি আলোচ্য বিষয়সহ অন্তত ৭দিন পূর্বে দিতে হবে।

৫) রাজ্য কার্যকরী কমিটি প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন উপসমিতি গঠন করতে পারবে। সমিতির আদর্শ লক্ষ্য ও কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা প্রভৃতি প্রকাশনার জন্য কর্মকর্তা, উপসমিতি সম্পাদিকামণ্ডলী মনোনীত করবে।

৬) পরপর তিনটি কার্যকরী কমিটি সভায় যথোপযুক্ত কারণ না দেখিয়ে যদি কোনো সদস্যা অনুপস্থিত থাকেন তবে তাঁকে উপযুক্ত কারণ দর্শানোর জন্য লেখা হবে এবং তার সন্তোষজনক উত্তর না পেলে তাঁর কার্যকরী কমিটির সদস্যপদ বাতিল করা হবে।

৭) রাজ্য কার্যকরী কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্যা লিখিতভাবে দাবি করলে সম্পাদিকা তলবি সভা ডাকতে বাধ্য থাকবেন। তিন দিনের মধ্যে তলবি সভা সম্পাদিকা না ডাকলে রাজ্য কার্যকরী কমিটির উক্ত সদস্যাগণ সভা ডাকতে পারবেন। তলবি সভার কোরাম এক-তৃতীয়াংশ হতে হবে।

৮) প্রয়োজনে বছরে দুটি করে জেলা ও রাজ্য কমিটির বর্ধিত সভা করতে হবে।

৯) প্রতিটি স্তরের কমিটিতে একজন করে পত্রিকা ইনচার্জ রাখতে হবে।

১০) রাজ্য সম্পাদিকামণ্ডলী

১) রাজ্য কার্যকরী কমিটির দুইটি সভার অন্তর্বর্তী সময়ের কার্যক্রম রাজ্য সম্পাদিকামণ্ডলী পরিচালনা করবে।

২) রাজ্য সম্পাদিকামণ্ডলী রাজ্য কার্যকরী সমিতির সভা আহ্বান করবে।

৩) রাজ্য সম্পাদিকামণ্ডলী রাজ্য অফিস পরিচালনা করবে। আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখবে, রাজ্য সম্মেলনের পূর্বে খসড়া কার্যবিবরণী প্রস্তুত করবে এবং প্রয়োজন হলে খসড়া কার্যবিবরণী রাজ্য কমিটি সভাগুলিতে পেশ করতে পারবে।

৪। রাজ্য সম্পাদিকামণ্ডলী বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজ্য কার্যকরী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে সমন্বয় (কো-অর্ডিনেশন) কমিটি গঠনের অনুমতি দিতে পারবে এবং প্রয়োজন বোধে এই সমন্বয় কমিটি বাতিল করতে পারবে।

জরুরী ভিত্তিতে রাজ্য সম্পাদিকামণ্ডলীর সভা ডাকা যাবে।

১১) জেলা সম্মেলন

১) জোনাল সম্মেলনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য সম্মেলনের অন্তত একমাস পূর্বে জেলা সম্মেলন করতে হবে।

২) জেলা সম্মেলনে উচ্চতর কমিটির প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন।

৩) জেলা সম্মেলন জেলার দুইটি সম্মেলনের মধ্যবর্তী সময়ের কাজের পর্যালোচনা করবে, ভবিষ্যতের কর্মসূচী স্থির করবে। বাৎসরিক অডিট করা আয়-ব্যয়ের হিসাব জেলা সম্মেলনে পেশ করতে হবে।

১২) জেলা কার্যকরী কমিটি

১) জেলা কার্যকরী কমিটি সভ্যাদের মধ্য থেকে একজন সভানেত্রী, অন্তত তিনজন সহ-সভানেত্রী, একজন সম্পাদিকা, অন্তত তিনজন সহ-সম্পাদিকা, একজন কোষাধ্যক্ষা নির্বাচিত করবে এবং পদাধিকারীগণ-সহ জেলা সম্পাদিকামণ্ডলী গঠিত করবে।

২) জেলা কার্যকরী কমিটির কার্যকাল এক সম্মেলন থেকে পরবর্তী সম্মেলন পর্যন্ত হবে।

৩) দুই মাসে অন্তত একবার জেলা কার্যকরী কমিটির সভা ডাকতে হবে। সভার বিজ্ঞপ্তি আলোচ্য বিষয়-সহ অন্তত ৭দিন পূর্বে দিতে হবে এবং এক তৃতীয়াংশ সদস্যা উপস্থিত থাকলে কোরাম হবে।

৪) জেলা কার্যকরী কমিটির কোনো সদস্যা উপযুক্ত কারণ না দেখিয়ে পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তার জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্যাপদ বাতিল করা যাবে।

৫) ৪৮ ঘণ্টার নোটিসে সম্পাদিকা জরুরি সভা ডাকতে পারেন।

৬) জেলা কার্যকরী কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্যার লিখিত দাবিতে জেলা সম্পাদিকা তলবি সভা ডাকবেন। যদি ৩ দিনের মধ্যে তলবি সভা না ডাকা হয় তবে তলবি সভার স্বাক্ষরকারীরা তলবি-সভা ডাকতে পারেন। তলবি সভার কোরাম এক-তৃতীয়াংশ সদস্যা উপস্থিত থাকলেই হবে।

৭) জেলা কমিটির নিচের স্তরের কমিটিগুলির সীমানা জেলা কার্যকরী কমিটি স্থির করবে।

৮) জেলা কার্যকরী কমিটি জেলার নিম্ন ইউনিটগুলির সম্মেলনের প্রতিনিধিত্বের হার নির্ধারণ করবে।

১৩) জোনাল সম্মেলন

১) ন্যূনতম তিনটি আঞ্চলিক কমিটি নিয়ে জোনাল সম্মেলন করা যাবে।

২) উচ্চতর কমিটির বিশেষ অনুমোদন সাপেক্ষে বিশেষ পরিস্থিতিতে দুইটি আঞ্চলিক কমিটি নিয়ে প্রয়োজনে প্রস্তুতি জোনাল কমিটি গঠিত হতে পারে এই শর্তে যে ন্যূনতম ছয় মাস এবং ঊর্ধ্বতর ১ বছরের মধ্যে গঠনতন্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ জোনাল কমিটি গঠিত হবে।

৩) জোনাল সম্মেলন থেকে জোনাল কাজ পরিচালনার জন্য একটি জোনাল কমিটি গঠন করা হবে। জোনাল সম্মেলনের প্রতিনিধিত্বের হার জেলা কার্যকরী কমিটি স্থির করবে। জেলা সম্পাদিকামণ্ডলীর সদস্যা জোনাল সম্মেলনে উপস্থিত থাকবে। আঞ্চলিক কমিটির সম্মেলন থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে জোনাল সম্মেলন হবে।

৪) জোনাল কমিটির সদস্যা সংখ্যা জোনাল সম্মেলন স্থির করবে।

৫) এই সংখ্যা কখনই জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্যা সংখ্যার বেশি হবে না।

৬) জোনাল কমিটির কার্যকাল এক সম্মেলন থেকে পরবর্তী সম্মেলন পর্যন্ত হবে। জোনাল সম্মেলন, দুইটি সম্মেলনের মধ্যবর্তী সময়ের কাজের পর্যালোচনা করবে ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী স্থির করতে পারবে।

৭) সমিতির আয়-ব্যায়ের হিসাব জোনাল সম্মেলনে পেশ করতে হবে।

৮) জেলা সম্মেলনের অন্তত একমাস আগে জোনাল সম্মেলন করতে হবে।

১৪) জোনাল কমিটি

১) ২৫ থেকে ৩১ জনকে নিয়ে জোনাল কমিটি গঠিত হবে। জোনাল কার্যকরী কমিটির সদস্যাদের মধ্যে থেকে ১জন সভানেত্রী, অন্তত ৩জন সহ-সভানেত্রী, ১জন সম্পাদিকা, অন্তত ৩জন সহ-সম্পাদিকা, ১জন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করতে হবে এবং পদাধিকারিগণ-সহ জোনাল সম্পাদিকামণ্ডলী নির্বাচন করতে হবে। সম্মেলনেই তাদের নামের তালিকা ঘোষণা করতে হবে।

২) প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার জোনাল কমিটির সভা করতে হবে। সভার বিজ্ঞপ্তি সভার অন্তত ৭দিন আগে জানাতে হবে। অন্তত এক তৃতীয়াংশ সদস্যা উপস্থিত থাকলে কোরাম হবে।

৩) জোনাল কমিটির কোনো সদস্যা উপযুক্ত কারণ না দেখিয়ে পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যাপদ বাতিল করা যাবে।

৪) প্রয়োজনে নোটিসে সম্পাদিকা জরুরী সভা ডাকতে পারবে।

১৫) আঞ্চলিক সম্মেলন

১) ন্যূনতম তিনটি প্রাথমিক কমিটি নিয়ে আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করা যাবে।

২) আঞ্চলিক সম্মেলন থেকে আঞ্চলিক কাজ পরিচালনার জন্য একটি আঞ্চলিক কমিটি গঠন করতে হবে। একজন সভানেত্রী, অন্তত দুইজন সহ-সভানেত্রী, একজন সম্পাদিকা, অন্তত দুই জন সহ-সম্পাদিকা, একজন কোষাধ্যক্ষা নির্বাচিত করতে হবে। আঞ্চলিক সম্মেলনের প্রতিনিধিত্বের হার জেলা কার্যকরী কমিটি স্থির করবে। জেলা কার্যকরী কমিটির প্রতিনিধি আঞ্চলিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকবে। প্রাথমিক কমিটির সম্মেলন থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে আঞ্চলিক সম্মেলন হবে।

৩) আঞ্চলিক কমিটির সদস্যা সংখ্যা আঞ্চলিক সম্মেলন স্থির করবে। এই সংখ্যা কোনো মতেই জোনাল কমিটির সংখ্যার অধিক হবে না।

৪) আঞ্চলিক সম্মেলন দুইটি সম্মেলনের মধ্যবর্তী সময়ের কাজের পর্যালোচনা করবে ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী স্থির করবে।

৫) সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব আঞ্চলিক সম্মেলনে পেশ করতে হবে।

৬) জোনাল সম্মেলনের অন্তত এক মাস আগে আঞ্চলিক সম্মেলন করতে হবে।

১৬) প্রাথমিক সম্মেলন

১) ন্যূনতম ২০০ জন সদস্যা হলেই প্রাথমিক সম্মেলন ডাকা যাবে। প্রতি বৎসর ইউনিটের সাংগঠনিক কনভেনশন করতে হবে।

২) প্রাথমিক সম্মেলনের ভৌগোলিক সীমা ও সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে জেলা কার্যকরী কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৩) প্রাথমিক সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত সদস্যা সম্মেলনে প্রতিনিধি হবেন।

৪) প্রাথমিক সম্মেলনে উর্ধ্বতন কমিটির প্রতিনিধির উপস্থিতিতে প্রাথমিক কমিটি গঠিত হবে।

৫) আঞ্চলিক সম্মেলনের অন্তত একমাস আগে প্রাথমিক সম্মেলন করতে হবে।

৬) প্রাথমিক কমিটির সদস্যা ৯ থেকে ১৫ জনের অধিক হবে না। প্রাথমিক কমিটির সভ্যদের মধ্য থেকে ১ জন সভানেত্রী, অন্ততঃ ১ জন সহ-সভানেত্রী, ১ জন সম্পাদিকা, অন্তত ১জন সহ-সম্পাদিকা এবং একজন কোষাধ্যক্ষা নির্বাচিত হবে।

৭) প্রাথমিক সম্মেলন দুইটি সম্মেলনের মধ্যবর্তী সময়ের কাজের পর্যালোচনা করবে ও ভবিষ্যতের কর্মসূচী স্থির করবে।

৮) সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রাথমিক সম্মেলনে পেশ করতে হবে।

১৭) প্রাথমিক কমিটি

১) প্রাথমিক কমিটির কার্যকাল এক সম্মেলন থেকে পরবর্তী সম্মেলন পর্যন্ত হবে।

২) প্রতিমাসে অন্তত একবার প্রাথমিক কমিটির সভা ডাকতে হবে এবং এক-তৃতীয়াংশ সদস্যার উপস্থিতিতে কোরাম হবে। উপযুক্ত কারণ না দেখিয়ে পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তার প্রাথমিক কার্যকরী কমিটির সদস্যাপদ বাতিল করা যাবে।

৩) প্রয়োজনে সম্পাদিকা জরুরী সভা ডাকতে পারেন।

১৮) কো-অপশান

মৃত্যু, পদত্যাগ, বহিষ্কার বা অন্যান্য কারণে সংগঠনের সর্বস্তরের কমিটির কোনো আসন শূন্য হলে সংশ্লিষ্ট কমিটি সেই শূন্যস্থানে সাংগঠনিক কনভেনশনের মাধ্যমে কো-অপ্ট করতে পারবে।

১৯) সভ্যা সংগ্রহ ও চাঁদা

১) সভ্যা চাঁদা বার্ষিক দুই টাকা হবে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সমিতি ২০ পয়সা, রাজ্য ৪০ পয়সা, জেলা ৬০ পয়সা, জোনাল ৪০ পয়সা, অঞ্চল

৩০ পয়সা এবং জেলা কমিটির বিবেচনা সাপেক্ষে প্রাথমিক কমিটি ১০ পয়সা পাবে। কেন্দ্রকে দেয় পয়সা রাজ্য দপ্তরে জমা দিতে হবে।

২) সদস্যা চাঁদার হার ও কেন্দ্রীয় সমিতিকে দেয় অংশের হারের পরিবর্তন করতে হলে কেন্দ্রীয় সমিতির সঙ্গে পরামর্শ করে করতে হবে। রাজ্য সম্মেলনে গ্রহণ করাতে হবে।

৩) প্রাথমিক ইউনিটে ও আঞ্চলিক কমিটির অফিসে সভ্যাদের ঠিকানা ও শ্রেণী বিন্যাস-সহ নামের তালিকা রাখতে হবে। রাজ্য দপ্তরে সভ্যা পিছু দেয় চাঁদা জমা দিতে হবে। চেকমুড়ি জেলা দপ্তরে জমা থাকবে।

২০) তহবিল ও হিসাব

১) সদস্যাগণের দেয় চাঁদায়, দানে, সাময়িক সংগ্রহে এবং সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাদির বিক্রয়লব্ধ অর্থে সমিতির তহবিল গঠিত হবে।

২) প্রত্যেকটি স্তর উচ্চতর কমিটির অনুমোদন নিয়ে কাজ চালাবার জন্য প্রয়োজন মতো চাঁদা তোলা, দানগ্রহণ, দানবণ্টন, ঋণ গ্রহণ ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা ইত্যাদি কাজ করতে পারবে।

৩) সমিতির সংগৃহীত অর্থ থেকে দৈনন্দিন কাজ চালাবার ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

৪) রাজ্য কমিটির তহবিল সমিতির নামে কোনো স্বীকৃত ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হবে। জেলা ও জোনাল কমিটির তহবিল সমিতির নামে স্বীকৃত ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হবে। সভানেত্রী, সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষা তহবিল পরিচালনা করবেন।

৫) কোষাধ্যক্ষাকে বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাজ্য কমিটি সভায় পেশ করতে হবে। সম্মেলনে আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করতে হবে।

৬) জেলা, জোনাল, আঞ্চলিক, প্রাথমিক প্রভৃতি সমস্ত স্তরের কমিটি বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিজ নিজ কমিটি পেশ করবে।

৭) সভানেত্রী, সম্পাদিকা এবং কোষাধ্যক্ষার মধ্য থেকে যে কোনো দুইজন ব্যাঙ্কের টাকা পয়সা লেদনদেন করবে।

২১) পদাধিকারীদের কার্যকালের সময়সীমা

সভানেত্রী সাধারণ সম্পাদিকা এবং কোষাধ্যক্ষা সংগঠনের কোনো স্তরেই তিনবারের বেশি ঐ পদে থাকবেন না। কার্যকরী সভানেত্রী থাকলে

তাঁর পক্ষেও ঐ শর্ত প্রযোজ্য হবে। বিশেষ প্রয়োজনে উচ্চতর কমিটির লিখিত অনুমতি পেলে তবেই এর ব্যতিক্রম করা সম্ভব হবে।

২২) শৃঙ্খলা

১) কোনো সভ্যা সমিতির মূল আদর্শের পরিপন্থী কাজ করলে ও নিয়ম শৃঙ্খলা লংঘন করলে, সমিতির কাজে বাধা সৃষ্টি করলে অথবা সমিতির অর্থ আত্মসাৎ করলে উচ্চতর কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট কমিটি সেই সভ্যাকে সভ্যপদ থেকে অপসারণ করতে পারবে। শাস্তিপ্রাপ্ত সদস্যা রাজ্য কমিটির নিকট আবেদন করতে পারবে।

সমিতির কোনো নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে বা সমিতির সাংগঠনিক কাজে বাধা সৃষ্টি করলে রাজ্য সম্পাদিকামণ্ডলী রাজ্য কার্যকরী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে পুনর্গঠন করতে বা বাতিল করে দিতে পারবে।

বাতিল কমিটি উর্ধ্বতন কমিটির নিকট আবেদন করতে পারবে।

২৩) গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন ও সংশোধন

১) সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সম্মেলন গঠনতন্ত্রের সংশোধন বা সংযোজন করতে পারবে।

২) প্রস্তাবিত সংশোধন বা সংযোজন সারা ভারত সম্মেলনের অন্তত একমাস পূর্বে সারা ভারত কার্যকরী কমিটির নিকট পেশ করতে হবে। সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের অধিকাংশ ভোটে তা গৃহীত হবে।